চিত্রগুপ্ত, যমদূত, যমভগ্নি মৃত্যু-কন্যা ও যম-ভার্য্যার আবির্ভাব

এহেন কীর্ত্তন হয় মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী।
দৈবে কোথা হ'তে এসে নাচে এক বুড়ি।।
সে কহিছে 'যম ভগ্নি আমি মৃত্যু কন্যে।
এসেছি দয়াল বাবা দেখিবার জন্যে।।
কর্ণেতে কলম দিয়া যমের মুহুরী।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে বলে হরি হরি।।
দেখিব দয়াল হরি দু'নয়ন ভরি।
মুখে বলে হরি হরি হরি হরি হরি।।
বৃন্দাবন রাউৎখামার মল্লকান্দী।
নবদ্বীপ ওড়াকান্দী করজোড়ে বন্দী।।'
মহাভাবে এইরূপ প্রলাপাদি হয়।
তার মধ্যে দুইজন উঠিয়া দাঁড়ায়।।
তারা কহে 'মোরা দোঁহে শমনের দূত।
সান্দিপনি মুনিবংশ ব্রাহ্মণের সূত।।
আর এক মেয়ে নাচে হ'য়ে প্রেমস্ফুর্ত্তি।
বলে আমি যমভার্য্যা নাম মোর মূর্ত্তি।।
যমপুরী শূন্য করি আসি পুরীশুদ্ধ।
আমরা পূজিব হরিচাঁদ পাদপদ্ম।।'
শূন্য থেকে দৈববাণী হইল দৈবাৎ।
আবির্ভাবে হরিপদে করি প্রণিপাত।।
কমলে পূজিব হরি শ্রীপদকমল।
প্রেমানন্দে তোরা সবে হরি হরি বল।।
রাউৎখামার মল্লকান্দী দুই গ্রাম।
এইমত হ'য়ে মত্ত করে হরিনাম।।
ক্রমে বন্যা বেগে চলে হ'ল ধন্য ধন্য।
উঁচুনীচু ভেদ নাই দেশ পরিপূর্ণ।।
দিবা রাত্রি গত হয় হ'য়ে জ্ঞানশূন্য।
কীর্ত্তন ছাড়িয়া লোক পাইল চৈতন্য।।
আয়োজন দশবিশ জনের রন্ধন।
শতেক দ্বিশত লোক করিল ভোজন।।
ঘরে কিম্বা বাহিরে কি ঘাটে আর পথে।
হরি বল হরি বল সবার মুখেতে।।
মনোভৃঙ্গ মধুপায়ী শ্রীহরিপদাব্জে।
পিপাসু তারকচন্দ্র কবি রসরাজে।।

রাউৎখামারবাসী ভক্ত দশরথের উপাখ্যান

সাধুসূত দশরথ ভক্ত হ'ল আসি।
মহা অনুরাগী রাউৎখামার বাসী।।
প্রভু যবে লীলাখেলা করে এই মতে।
এ সময় দশরথ প্রেমে যায় মেতে।।
প্রভুর সঙ্গেতে ফিরে সেই দশরথ।
হইলেন প্রভু প্রিয় পরম ভকত।।
প্রভু স্থানে আসে লোক হয়ে ব্যাধিযুক্ত।
প্রভুর আজ্ঞায় তারা হয় ব্যাধিমুক্ত।।
তাহা দেখি মনে দুঃখী দশরথ ভক্ত।
রোগাভক্ত প্রভুকে করয় বড় ত্যক্ত।।
মনোদুঃখে দশরথ গিয়া প্রভু স্থানে।
করজোড়ে নিবেদিল প্রভুর চরণে।।
"বহু লোক রোগযুক্ত হ'য়ে বহু দেশে।
রোগে মুক্তি পাইতে তোমার ঠাঁই আসে।।
আত্মসুখী রোগাভক্ত ব্যাধিমুক্তে তুষ্ট।
তাহাতে আমার মনে হয় বড় কষ্ট।।
আমার মনের ইচ্ছা যত লোক রোগী।
সবাকার রোগ ল'য়ে আমি একা ভুগী।।
ওহে দয়াময় হরি আজ্ঞা কর তাই।
সবাকার রোগ লয়ে একা কষ্ট পাই।।
রোগী না থাকিলে ভবে কেহ আসিবে না।
তোমাকে ওরূপ করে ত্যক্ত করিবে না।